তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ৪৭/২০১৫

অভিযোগকারী ঃ জনাব মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন
সহকারী শিক্ষক (ইংরেজী)
সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুল
সৈয়দপুর সেনানিবাস
নীলফামারী।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মুহাম্মদ মকবুল হোসেন
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২৩-০৩-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন ২৯-১১-২০১৪ তারিখে ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী বরাবরে ০৮-১০-২০১৪ তারিখ হতে ১২-১০-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত তার দপ্তরে হাজিরা ও দায়িত্ব পালনের তথ্যসহ প্রত্যয়নপত্র চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে ৩১-১২-২০১৪ তারিখে পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগ দায়েরের নির্ধারিত 'ক' ফরমে ১২-০২-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

০২। বিষয়টি কমিশনের ২৫-০২-২০১৫ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ২৩-০৩-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়।

০৩। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন হাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মুহাম্মদ মকবুল হোসেন, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ০৮-১০-২০১৪ তারিখ হতে ১২-১০-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত তার দপ্তরে হাজিরা ও দায়িত্ব পালনের তথ্যসহ প্রত্যয়নপত্র চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন তথ্য না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৪। প্রতিপক্ষ ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তিনি রংপুর সেনানিবাসে এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন। অভিযোগকারীর যাচিত তথ্যের বিষয়ে মামলা রয়েছে এবং হাজিরা খাতা চুরি হয়েছে বিধায় তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। অভিযোগকারী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাইস্কুলের শিক্ষক তিনি বিভিন্ন সময়ে বিনা অনুমতিতে গরহাজির থাকেন। তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় সে জন্য তিনি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে হাজিরা দিতেন। তিনি হাজিরা খাতা চুরির সাথে জড়িত রয়েছেন। ৬ মাস পূর্বে হাজিরা খাতা চুরি হয়েছে কিন্তু নতুনভাবে হাজিরা খাতা প্রস্তুত করা হয়নি। হাজিরা খাতা চুরি হবার কারণে সৈয়দপুর থানায় দন্ডবিধি ৩৮১ ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

০৫। হাজিরা খাতা ০৬ মাস পূর্বেই চুরি হওয়ায় এবং নতুন হাজিরা খাতা প্রস্তুত করে ব্যবহার না করায় অভিযোগকারী কর্মস্থলে উপস্থিত ছিলেন কিনা সে তথ্য সরবরাহের বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য কমিশন নির্দেশনা প্রদান করলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতিজ্ঞাপন করেন।

পর্যালোচনা।

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অভিযোগকারীর যাচিত তথ্য সম্বলিত হাজিরা খাতা চুরি হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তথ্য সরবরাহ করতে পারেননি। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) হাজিরা খাতা চুরি হওয়ায় এবং নতুন হাজিরা খাতা প্রস্তুত না হওয়ায় অভিযোগকারী কর্মস্থলে উপস্থিত ছিলেন কিনা সে বিষয়ের তথ্য প্রদানের বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা অভিযোগকারীকে প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়ায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।তবে ০৬ মাস পূর্বে হাজিরা খাতা চুরি হওয়ার পরও নতুন করে হাজিরা খাতা প্রস্তুত না করা বা ব্যবহার না করা যথাযথ দায়িত্ব পালনে অবহেলা বলে কমিশন মনে করে।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে অদ্যই অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত কর্মস্থলে তিনি উপস্থিত ছিলেন কিনা সে বিষয়ের তথ্য প্রদানের বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা অভিযোগকারীকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী জানিয়ে দেওয়ার জন্য ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সৈয়দপুর সেনানিবাস, নীলফামারী-কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং অবিলম্বে নতুন হাজিরা খাতা প্রস্তুত করে ব্যবহার করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]